AQA

Please write clearly in block capitals.

Centre number | | | | | |

Candidate number | | | | |

Surname ______________________

Forename(s) ______________________

Candidate signature ______________________
I declare this is my own work.

A-level
BENGALI
Paper 1 Reading and Writing

Wednesday 20 May 2020 Afternoon Time allowed: 2 hours 30 minutes

Instructions
- Use black ink or black ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions in Section A and **one** question in Section B.
- You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages.
- If you need extra space for your answer(s), use the lined pages at the end of this book. Write the question number against your answer(s).
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want to be marked.

Information
- The marks for questions are shown in brackets.
- The maximum mark for this paper is 85.
- You must **not** use a dictionary.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when marks are awarded.
- In the summary question you should write no more than 90 words. You should write in full sentences, using your own words as far as possible.
- This paper is divided into two sections:
  Section A Reading and Translation 45 marks
  Section B Writing (Research Project) 40 marks

Advice
- You are advised to allocate your time as follows:
  Reading and Translation 1 hour 15 minutes approximately
  Writing (Research Project) 1 hour 15 minutes approximately

For Examiner's Use	
Question	Mark
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
TOTAL	

Do not write outside the box

Section A

Reading and Translation

Answer **all** questions in the spaces provided.

0 1 **ছেলেবেলার স্মৃতি**

একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার ছেলেবেলা" গল্পটির অংশবিশেষ তুমি পড়ছো।

ছেলেবেলায় আমাদের চাল-চলন ছিলো গরিবের মতো। সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ির অবস্থা নেমে পড়েছিলো অনেক নিচে, গাড়ি-ঘোড়ার বালাই ছিলো না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলার চালাঘরে ছিলো একটা পালকিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া। আমাদের পরনের কাপড় ছিলো নেহাতই সাদাসিধা। একটা সাধারণ ধুতি আর ফতুয়া ছিলো আমাদের রোজকার পোশাক।

আমার ছেলেবেলাকার সন্ধ্যাবেলা কাটতো চাকরদের মহলে। মাকে আমরা খুব কম দেখতাম কারণ রান্নাঘরেই তাঁর সময় কাটতো। আমাদের মাদুরপাতা-আসরের চাকরটি ছিলো সর্দার। তার নাম ছিলো ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচা-পাকা; মুখের ওপর টান পড়া শুক্‌নো চামড়া; গম্ভীর মেজাজ, কর্কশ গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা ওর স্বভাব। আমাদের খেতে দেওয়ার সময় তার নিজের খাওয়ার লোভ চাপা থাকলেও মাঝেমাঝে তা তার গলার স্বর ও চেহারায় প্রকাশ পেতো। আমাদের থালায় আগে থাকতে ঠিকমতো খাবার সাজিয়ে রাখার নিয়ম তার ছিলো না। একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকতো দুধ আর কাঠের থালায় থাকতো লুচি-তরকারি। আমরা খেতে বসলে একটা একটা করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করতো, "আর দেবো কি?" আমি প্রায়ই বলতাম, "চাইনা।" তারপরে আর সে পীড়াপীড়ি করতো না।

এমন করে অল্প খাওয়া আমাদের ছেলেবেলা থেকেই দিব্যি সয়ে গিয়েছিলো। সেই কম খাওয়াতেই আমাদের শরীর এতো ভালো থাকতো যে স্কুল পালানোর ঝোঁক যখন হয়রান করে দিতো, তখনও শরীরে কোনো রকম অসুখ বাধাতে পারতাম না। তবে শিক্ষকের কাছে পড়া ফাঁকি দেওয়ার সময় পেটে ব্যথার ভাণ করে মাকে গিয়ে বলতেই মা মনে মনে হাসতেন। চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, আচ্ছা যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর "পড়াতে হবে না"। আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন, ছেলে মাঝেমাঝে পড়া কামাই করলে এতোই কি লোকসান! এখনকার মায়েদের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে ফিরে তো যেতেই হতো, তার ওপরে খেতে হতো বকা।

Do not write outside the box

প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 1 . 1 ছেলেবেলায় লেখকের বাড়ির অবস্থা ও চলাফেরা কেমন ছিলো ? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 1 . 2 লেখক সন্ধ্যাবেলা কোথায় কাটাতেন ?

[1 mark]

0 1 . 3 ব্রজেশ্বরের চেহারা সম্পর্কে লেখক কী কী মন্তব্য করেছেন ? (**তিনটি** বিষয় লেখো।)

[3 marks]

0 1 . 4 লেখাপড়ার ব্যাপারে লেখকের মায়ের সাথে এখনকার মায়েদের দৃষ্টিভঙ্গির কী পার্থক্য আমরা দেখতে পারি ? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

8

Do not write outside the box

0 2 **বাংলাদেশের নির্বাচন ও ইভিএম**

বাংলাদেশের নির্বাচন ও ইভিএম সম্বন্ধে একজন রাজনীতিবিদের মন্তব্য তুমি ব্লগে পড়ছো।

বাংলাদেশের গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো কোনো ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের জন্য ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছিলো। এই পদ্ধতিতে একেকটি মেশিনে অল্প সময়ে অনেক ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। তাছাড়া, এতে কোনোভাবেই একই ভোটারের পক্ষে একটির বেশি ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিলো না। এমনকি ব্যালট কাগজে সিল মারার বদলে পছন্দের প্রতীকের পাশে বোতাম চাপ দিয়ে নিরক্ষর ভোটাররাও সহজে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য, ইভিএম ব্যবহারের ফলে অসংখ্য ব্যালট ছাপানোর খরচ, এগুলো পরিবহনের খরচ এবং ভোট গণনার সঙ্গে লোকবলের খরচ সবকিছুরই সাশ্রয় হবে। তাছাড়া ভোটারের ভোট বাতিল হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা এতে নেই। তবে সবচাইতে বড়ো সুবিধা হলো, একই মেশিনে নতুন করে প্রোগ্রাম বসিয়ে চার পাঁচটি জাতীয় নির্বাচন করা সম্ভব। এতে করে খুব কম সময়ে ভোট গণনা শেষ হবে।

অবশ্য এর বিরুদ্ধে রয়েছে অনেক অভিযোগ। অনেক ক্ষেত্রে শোনা যায় যে ভোটের সময় দলীয় কর্মীরা নির্বাচনকেন্দ্রে ঢুকে পড়ে এবং পোলিং এজেন্টদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। মেশিনে নতুন করে প্রোগ্রামিং করে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সর্বাধিক সংখ্যক ভোট তাদের পক্ষে নিতে পারে। এ ছাড়াও যদি নির্বাচনী কর্মকর্তার স্মার্ট কার্ডের নকল কার্ড তৈরি করা হয় এবং তা যদি ইভিএম এর প্রোগ্রামকে বিভ্রান্ত করে তাহলে নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যেতে পারে। আমি মনে করি, যে দেশে গণতন্ত্র বা বাক স্বাধীনতা নেই, জনগণের নিরাপত্তা নেই এবং যারা প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক কোন্দলের শিকার হচ্ছে, সে দেশে ইভিএম ব্যবহার করলেও একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।

Do not write outside the box

বাংলাদেশে নির্বাচন ও ইভিএম

ব্লগটি পড়ে যা বুঝেছো সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করে সম্পূর্ণ বাক্যে **বাংলায়** প্রায় ৯০ শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

- বাংলাদেশের নির্বাচনে ইভিএম চালু করার প্রধাণ কারণ (**দুটি** কারণ।) **[2 marks]**
- নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিশেষ সুফল (**দুটি** বিষয়।) **[2 marks]**
- রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে ইভিএম-এর অপব্যবহার করে (**তিনটি** বিষয়।) **[3 marks]**

মনে রেখো! সুন্দর ভাষা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ৫ নম্বর রয়েছে। **[5 marks]**

কাজেই যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে।

12

Do not write outside the box

0 3 **বাংলা গানের ইতিহাস**

তুমি একটি বাংলা ওয়েবসাইটে বাংলা গানের ইতিহাস সম্পর্কে পড়ছো।

উনিশ শতকে কলকাতার কিছুসংখ্যক সঙ্গীতপ্রেমী বঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা ধরনের গান নিয়ে এসেছিলেন। সেসব গান যেমন সে সময়ের সুরের মাধুর্যকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছিলো, তেমনি জনগণের কাছে প্রতিভাবান নতুন নতুন গায়করাও পরিচিতি পেয়েছিলেন। বাংলা গানে আরেকটি প্রভাব ফেলেছিলো ইউরোপীয় দেশগুলোর গানের সুর যা বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলো। তবে এই জনপ্রিয়তা শুধু ইউরোপীয় গানের সুরের প্রভাবে নয়, ইউরোপ থেকে আনা বাদ্যযন্ত্রের কারণেও।

১৯৩০ এবং ৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে গীতিকার ও সুরকারদের মিলিত চেষ্টায় নতুন ধরনের বাংলা গান তৈরি হলো। তাছাড়া তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবও পড়েছিলো এই গানে। ফলে গণসঙ্গীত লেখার নতুন একটা ধারা শুরু হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নজরুলের জাগরণমূলক গানগুলো এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলো।

১৯৫০-এর দশকে কলকাতার তৈরি চলচ্চিত্রগুলো ছিলো প্রধানত প্রেমের ছবি। ছবির প্রয়োজনে তখন বহু আধুনিক রোম্যান্টিক গানও লেখা হয়। সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত রোম্যান্টিক ছবিগুলো বাংলা আধুনিক গানকে জনপ্রিয় করতে সহায়তা করেছিলো। আধুনিক বাংলা গানের এই জনপ্রিয়তায় সাধারণ শ্রোতাদের মধ্য থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুলগীতি অনেক দূরে সরে যায়। দেশ বিভাগের পরে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ করে আঞ্চলিক বাংলা গানের জনপ্রিয়তা বাড়ে। এর মধ্যে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ও বাউল গান উল্লেখযোগ্য।

১৯৭০-এর দশকে বাংলা গানে প্রযুক্তির প্রভাব পড়তে থাকে। এ সময়ে ক্যাসেট রেকর্ডার চালু হওয়ায় সারা দেশে জনপ্রিয় গানের চাহিদা বাড়ে, সেই চাহিদার জোগান দিতে অনেক নতুন গায়ক-গায়িকা, সুরকার ও গীতিকারের আবির্ভাব হয়। তবে ঐতিহ্যবাহীদের অনেকে এখনো মনে করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মতো প্রতিভাবান শিল্পী এঁরা নন।

নিচের প্রতিটি বাক্যের নিচের বাক্সে লেখো:

স = সত্য

মি = মিথ্যা

? = উল্লেখ নেই

Do not write outside the box

0 3 . 1 বাংলা গানের সংগ্রহ শুরু হয়েছিলো উনিশ শতকে কলকাতায়।

[1 mark]

0 3 . 2 উনিশ শতকে আফ্রিকার গান বাংলা গানকে প্রভাবিত করলো।

[1 mark]

0 3 . 3 চল্লিশের দশকে কলকাতায় গানের কথা ও সুরের মিশ্রণে বাংলা গান তৈরি হলো।

[1 mark]

0 3 . 4 পঞ্চাশের দশকে কলকাতার কিছু হাসির ছবি তৈরি হয়েছিলো।

[1 mark]

0 3 . 5 সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত প্রেমের ছবিগুলোর কল্যাণে আধুনিক বাংলা গান লোকপ্রিয় হয়েছিলো।

[1 mark]

0 3 . 6 দেশ বিভাগের পরে পূর্ব বাংলার লোকজন লোকসঙ্গীত তেমন উপভোগ করেনি।

[1 mark]

0 3 . 7 সত্তুরের দশকে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুলগীতিতে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হয়।

[1 mark]

7

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 4 **বাঙালি ফ্যাশান ও পোশাক**

বাংলা সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত **বাঙালি ফ্যাশান ও পোশাক** সম্বন্ধে এই লেখাটি তুমি পড়ছো।

পোশাক ও ফ্যাশান নির্ভর করে বিশেষত দেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির ওপর। ভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগও যুগে যুগে লোকজনের পোশাক ও চালচলনে প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে এই বিস্তারের প্রধান কারণ সম্ভবত বিশ্বায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও গণ-মাধ্যমগুলোর ব্যাপক প্রচার। আগের দিনের বাঙালি পুরুষরা পরতেন লুঙ্গি বা ধুতি আর মহিলারা পরতেন একপ্যাঁচে অথবা কুঁচি দেওয়া শাড়ি। উভয়েই কানে ও গলায় অলঙ্কার পরতেন। তবে মহিলারা কোমরে সোনার বিছাও পরতেন।

প্রাচীন যুগের পর ইন্দো-মুসলিম যুগে পোশাকের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন এসেছে পশ্চিম থেকে আগত মুসলমানদের কারণে। সেসব দেশের আবহাওয়া ছিলো চরম প্রকৃতির। তাই এঁরা লম্বা আচকান, এবং মাথায় পাগড়ি বা টুপি পরতেন। এছাড়াও তাঁদের পোশাকে ধর্মীয় অনুশাসন ও রক্ষণশীলতা যুক্ত ছিলো। এর প্রভাব পড়ে সেকালের কলকাতার অভিজাত লোকেদের পোশাকে।

পোশাকের ক্ষেত্রে পুরুষরা যদিও পরিবর্তনশীল সমাজের ফ্যাশানের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, মহিলারা কিন্তু সেক্ষেত্রে আগাগোড়াই শাড়ি পরেছেন। তবে সেই হাজার বছরের রীতি সম্প্রতি একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মহিলারা এখন বাড়ির বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তার জন্যে তাঁরা ব্যবহার করছেন নানাধরনের জন-যানবাহন। এসব যানবাহনে চলাফেরার জন্য শাড়ি ঠিক উপযোগী পোশাক নয়। শিক্ষা, চাকরী ও ব্যবসায়ে মহিলাদের পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জন ও স্বনির্ভরতা বেড়ে যাওয়ায় বিশেষত কমবয়সী মহিলারদেরকে নিজেদের রুচি ও সুবিধামতো পোশাক যেমন ট্রাউজার, সার্ট এমনকি স্কার্টও পরতে দেখা যায়।

পোশাকের পাশাপাশি মহিলাদের মধ্যে আর একটা পরিবর্তন এখন দেখা যায়, তাদের কেশবিন্যাসে। এক সময়ে বাঙালি মহিলাদের সৌন্দর্যের একটা বড়ো অংশ ছিলো লম্বা ঘন কালো চুল। তাদের মাথায় থাকতো গন্ধতেল-সিক্ত চুলের চূড়া খোঁপা আর তাতে ফুলের মালা জড়ানো। কিন্তু এখন চুল ছোটো করে রাখা, সামনের দিকের চুল কেটে বিশেষভাবে আঁচড়ানোকে তাঁদের ফ্যাশানের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়।

Do not write outside the box

প্রশ্নগুলোর উত্তর **বাংলায়** লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 4 . 1 বাঙালির পোশাক ও ফ্যাশানকে বিশেষভাবে কী প্রভাবিত করেছে ?

[1 mark]

0 4 . 2 প্রাচীনকালের বাঙালিরা কীভাবে সাজ-পোশাক করতেন? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 3 পশ্চিমের মুসলমানেরা কলকাতার অভিজাত লোকজনের পোশাককে কীভাবে প্রভাবিত করেছিলেন ? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 4 লেখক কেন মনে করেন যে সম্প্রতি মহিলারা ঐতিহ্যবাহী পোশাকের চলন কমিয়ে নিজেদের সুবিধামতো পোশাক পরছেন ? (**দুটি** কারণ লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 5 লেখকের মতে আধুনিক মহিলারা কীভাবে তাঁদের চুলের পরিচর্যা করে থাকেন ?

[1 mark]

8

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 5 **ঝড়ের রাতে**

Read this passage from a Bengali website blog. Translate the passage into **English**.

আমার বয়স তখন এগারো বছর। বাবা কাজ করতেন ঢাকায়। আমি মা আর বোনের সাথে আমাদের গ্রামের বাড়িতে থাকতাম। আমাদের বাড়িটা ছিলো পুরনো। তাতে ছিলো টিনের চাল। এখানে ওখানে বড়ো বড়ো ছিদ্র। বৈশাখের এক রাতে মায়ের সাথে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। মধ্যরাতে হঠাৎ ঝড় শুরু হলো। প্রবল বেগে বাতাস, সেইসাথে মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত। প্রচণ্ড শব্দে একটা আমগাছের ডাল টিনের চালে ভেঙ্গে পড়লো। আমাদের ঘুম ভেঙে গেলো। ভয়ে আমরা মাকে জড়িয়ে ধরলাম। ফুটো দিয়ে বৃষ্টি পড়ায় আমরা সবাই ভিজে যাচ্ছিলাম। মা আমাদের চৌকির মাঝখানে বসিয়ে একটা মোটা কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিলেন। কখন যে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়লাম টেরই পেলাম না।

[10 marks]

Do not write outside the box

10

END OF SECTION A

Turn over ▶

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

Section B

Writing (Research Project)

Answer the question on the research topic you have studied. You must answer on **one** research topic only.

Either

0 6 **The role of women in Bengali society**

or

0 7 **Child labour in Bengali society**

or

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

or

0 9 **Emergence of Bangladesh**

For each research topic there is a reading passage and an essay title.

Using the information from the reading passage and linking this information to your own research, write an essay in **Bengali** of approximately **300 words**.

The marks are allocated as follows:

10 marks for comprehension of the reading passage
10 marks for quality of language
20 marks for cultural knowledge.

Total: 40 marks

Turn over for Question 6

Do not write outside the box

0 6 **The role of women in Bengali society**

বাঙালি সমাজে নারী ক্ষমতায়ন

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকাকে নারীর ক্ষমতায়ন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। নারী-পুরুষের এই সমতার কারণে বাংলাদেশের মতো একটি মধ্য আয়ের দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর ক্রমবর্ধমান অবদান সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের এই বিষয় থেকে বিশ্বের অনেক দেশেরও কিছু শেখার রয়েছে।

কৃষি থেকে রাজনীতি, সব সেক্টরে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জাতীয় উন্নয়নে দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছে। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতিকে নিশ্চিত করে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ, চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি, শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈষম্যমূলক নারী ভাতা, মাতৃত্ব ভাতা, অক্ষম মহিলা ভাতা ইত্যাদি প্রদানের জন্য অনেক সামাজিক নিরাপত্তা নেট প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প-কারখানাগুলোতে বেশিরভাগ মহিলা কাজ করে। এসব মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ২০১১ সালের অক্টোবরে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প অনুমোদন করে। NARI এমন একটি পাইলট প্রকল্প যেটি এসব কারখানাগুলোতে নারী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করে যেন নারী শ্রমিকরা ভালোভাবে সুযোগসুবিধা ও চাকরীর নিরাপত্তা পায়।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

“বাঙালি সমাজের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীদের যোগদান ও নেতৃত্বের ভূমিকাকে তাদের ক্ষমতায়ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।” – মতামত সহকারে এই তথ্যের পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 7 **Child labour in Bengali society**

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নির্মূল ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে শিশু শ্রমের ভয়াবহ বৃদ্ধি বিশ্বজুড়ে অনেক সংগঠনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা মনে করে, যেভাবে শিশুশ্রমকে দেখা হয় তাতে তাদেও শৈশব, ও ভবিষ্যত মর্যাদাকে রীতিমতো খর্ব করা হয়। এটি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্যও ক্ষতিকর।

এই শিশুশ্রমের কারণে তারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। দীর্ঘ সময় ধরে ও কাজের ব্যস্ততার ফলে তারা স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না। কেউ কেউ আবার নৈশস্কুলে যেতে বাধ্য হয়। এর ফলে নানা রকম অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে তারা ভোগে। আবার কেউ কেউ চিকিৎসার অভাবে মারাও যায়। এসব শিশুশ্রমের চরম পরিণতি হচ্ছে এদের ক্রীতদাস করা, পরিবার থেকে এদের পৃথক করা বা বড়ো শহরগুলোর রাস্তায় খুব কম বয়সে কাজে লাগিয়ে দেওয়া, এমনকি দালালদের ফাঁদে পড়ে বিদেশে পাচার হওয়া।

বাংলাদেশ সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২০০৬ সালে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আইন বাতিল করে সহজভাবে বোধগম্য ও সমন্বিত একটি শ্রম আইন প্রণয়ন করেছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে বাংলাদেশ সরকার শিশুশ্রমকে নির্মূল করতে এবং শিশু অধিকার অনুধাবন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু অধিকারের কনভেনশন অনুমোদন করেছে যা বাধ্যতামূলকভাবে শিশুদের শিক্ষা অধিকারসহ তাদের অন্যান্য অধিকারের সুরক্ষা ও প্রচার করে। নীতিমালা অনুযায়ী শ্রম ও কর্ম-সংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি শিশু শ্রম ইউনিট প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন অভিনেতারা সম্পৃক্ত আছেন। অচিরেই একটি শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশ একটি শিশুশ্রম মুক্ত দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

“বাংলাদেশ সরকার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় শিশুশ্রম নির্মূল করে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” এই তথ্যটি বাস্তবতার সাথে কতোটা সঙ্গতিপূর্ণ ? – মতামত সহকারে বিশ্লেষণ করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

বাঙালি সমাজে পর্যটন শিল্পের প্রভাব

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এই দেশটি ঘিরে রয়েছে অনেক নদী, উপকূল, সৈকত, প্রাচীন কীর্তি, দর্শনীয় স্থান, ধর্মীয় স্থান, পাহাড়, বন, জলপ্রপাত আর সুদৃশ্য চা-বাগান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য প্রতি বছর দেশ-বিদেশের অগণিত পর্যটক পর্যটনের দর্শনীয় স্থানগলো পরিদর্শন করে। পরিসংখ্যানে জানা যায় যে ২০১২ সালে প্রায় ছয় লাখ পর্যটক বাংলাদেশে আসে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ পর্যটকদের কাছে নিজেকে এক আকর্ষনীয় দেশ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

পর্যটন একটি সেবা শিল্প। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও বাড়তি প্রমোদ আয় বৃদ্ধির ফলে পর্যটকদের সংখ্যা কালক্রমে আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। আকর্ষনীয় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, নিরাপদ পরিবহন, বিধিনিষেধহীন ভ্রমণ, বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে কেনাকাটার জন্য সহজে তথ্য প্রাপ্তি বর্তমান বিশ্বের পর্যটকদের সংখ্যা বাড়াতে বিশেষ অবদান রাখে।

পর্যটন দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সুবিধা আনতে পারে। এটি কমিউনিটিতে কর্মসংস্থান তৈরি করে যেমন ভ্রমণ গাইড এবং হোটেল হাউজকিপিং। এতে লোকজনের দারিদ্রও দূর হতে পারে। রাজস্ব আদায় করা ছাড়াও পর্যটন স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর ইতিহাস ও পরিচয় সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা এনে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রাখতেও সহায়তা করে। পর্যটন শিল্প বাস্তবসম্মত ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেয় যা গন্তব্যটিকে দর্শনার্থীদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তোলে।

সরকারকে পর্যটন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য ভূমিকা রাখতে হবে। তাছাড়া পর্যটন সুরক্ষা, উন্নয়ন ও অনুসন্ধান সম্পর্কিত সাধারণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই সরকারি ও বেসরকারি পর্যটন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক পর্যটন প্রতিষ্ঠানের আরও ভালো যোগাযোগ সৃষ্টি করা যাবে। এসবের মাধ্যমে পর্যটকদেরও উল্লেখযোগ্যভাবে আকৃষ্ট করা যাবে।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলা ভাষাভাষী দেশগুলোর পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, যুক্তি সহকারে তার উপস্থাপন করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 9 **Emergence of Bangladesh**

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ হিসেবেও পরিচিত। এই যুদ্ধের সূচনা হয় ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চে এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। বহুবিধ ঘটনা, রাষ্ট্রভাষা, অসম আর্থিক বন্টন ব্যবস্থা, প্রশাসনের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ও অন্যান্য গুরুতর বিষয়ে তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির বহিঃপ্রকাশ ছিলো এই মুক্তির সংগ্রাম।

১৯৭০- এর সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের একক প্রতিনিধি ও পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক জান্তা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বাঙালিদের অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনকে ধূলিসাৎ করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তারা গ্রেফতার করে। এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সামরিক অভিযান ও আকাশপথে হামলা চালায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈন্য এবং আধা সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে বাঙালি জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে।

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গেই দেশের সর্বত্র স্বাধীনতার জন্য স্বতঃস্ফুর্ত অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। এই অভ্যুত্থানে অংশ নেয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ। এসব মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস গণহত্যা প্রতিরোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সহায়তায় এবং দীর্ঘ নয় মাসের লাগাতার সংগ্রাম, বলিদান ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাঙালির স্বাধীনতা।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে **বাংলায়** প্রায় ৩০০ শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কতিপয় ঘটনা প্রবাহ কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছে সে বিষয়ে তোমার অভিমত দিয়ে পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

Turn over ▶

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

END OF QUESTIONS

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required. Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required. Write the question numbers in the left-hand margin.**

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2020 AQA and its licensors. All rights reserved.